ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 167 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২৩ ● কলকাতা ● ১৫ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০২ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## বুধে গাজোলে মমতা, মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মালদা : ডিসেম্বরেই উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩রা ডিসেম্বর মালদার গাজোলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় জনসভা রয়েছে। এই জনসভাকে ঘিরে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবেই গাজোল কলেজ ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত সভাস্থলে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান করল সোমবার।মুখ্যমন্ত্রীর সভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্বও। মঙ্গলবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেন তা শোনার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন মালদার তৃণমূল নেতাকর্মীরা। পরের দিন অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর সভা হবে বহরমপুরে। এখানে প্রশাসমিক সভা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে জনসভা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৯ ডিসেম্বর। মালদা মুর্শিদাবাদের পর তিনি জনসভা করবেন কোচবিহারে।

এরপর ৫ পাতায়

**পর্ব 130**

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

"কোন ভূমি ভাল বা খারাপ হয় না। ঐ স্থানে বসবাসকারী লোক আর তাদের বিচার ও তাদের কর্ম সেখানে ভাল বা খারাপ প্রভাব নির্মাণ করে। প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে আছে, একাত্মতা প্রাপ্ত করেছে, এমন মানুষের প্রভাব সর্বদা ভাল হয়। আর নিজের অস্তিত্ব আলাদা করে রাখলে খারাপ প্রভাব নির্মাণ হয়। আলাদা অস্তিত্ব নির্মাণ হলে হীনতা প্রাপ্ত হয়।

**ক্রমশঃ**

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

# বালি দুর্নীতি তদন্তে আরও সক্রিয় ইডি, গোপীবল্লভপুরে ফের অভিযান, উদ্ধার গুরুত্বপূর্ণ নথি

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম:**

রাজ্যজুড়ে বালি দুর্নীতি তদন্তে আরও গতি আনছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পাচার হওয়া বালির টাকার উৎস, আর্থিক লেনদেনের স্রোত ও নয়-ছয়ের জাল ভেদ করতে গত কয়েক মাসে একের পর এক জেলা জুড়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। পাশাপাশি বালি তোলার নকল অনুমতিপত্র—সিও—ব্যবহার করে জালিয়াতির চক্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সূত্রের খবর। তদন্ত যত এগোচ্ছে, সামনে আসছে নতুন নথি, নতুন নাম ও আরও বিস্তৃত মানি-ট্রেলের ইঙ্গিত।

ঠিক এই তদন্ত ধারায়ই তিন ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি থানায় বালি বোঝাই ট্রাকে করে নকল সিও ব্যবহার করে বালি পাচারের ঘটনায় বেশ কয়েকজনের নাম উঠে আসে। সেই মামলার নথি খতিয়ে দেখতেই অভিষেক পাত্রের নাম ফের সামনে আসে, এবং সেই সূত্রেই গোপীবল্লভপুরে ইডির অভিযান তীব্রতর হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই সোমবার সাত সকালে ফের উত্তেজনা ছড়াল গোপীবল্লভপুরে। স্থানীয় আঠাঙ্গি গ্রামে সকাল সাতটা নাগাদ হানা দেয় ইডির একটি বিশেষ দল। দীর্ঘদিন ধরে বালি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ থাকা অভিষেক পাত্র ওরফে বিল্টুর বাড়িতে পৌঁছয় আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে সকাল থেকেই শুরু হয় বিস্তৃত তল্লাশি।

টানা প্রায় ১১ ঘণ্টার অভিযান শেষে সন্ধ্যার দিকে একে একে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ইডি-র আধিকারিকরা। তাঁদের হাতে ছিল একাধিক নথি, ডিজিটাল ডেটা, লেনদেন-সংক্রান্ত তথ্য ও নথিপত্রের বান্ডিল। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া এই নথিই বালি চক্রে অর্থের প্রবাহ এবং লেনদেনের নতুন খতিয়ান খুলে দিতে পারে। তল্লাশির সময় বাড়ির সদস্যদেরও দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। সারাদিন ধরে এলাকায় থমথমে পরিবেশ। স্থানীয়দের দাবি, "এত বড়সড় অভিযান এর আগে কখনও দেখা যায়নি। সকাল থেকেই এলাকা পুরোপুরি ঘিরে ফেলা হয়।"এর আগে গোপীবল্লভপুরের বিভিন্ন জায়গা ও ঝাড়গ্রাম জেলার একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। প্রশাসনিক মহলের মতে, সোমবারের অভিযান সেই ধারাবাহিক তদন্তেরই পরবর্তী ধাপ। এখন নজর—উদ্ধার হওয়া নথি থেকে কী নতুন তথ্য বেরোয়, তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, এবং আরও কার কার নাম যুক্ত হয় সন্দেহের তালিকায়—তা নিয়েই জেলাজুড়ে জল্পনা তুঙ্গে।

# ভারতীয় ভাষাসমূহের সুরক্ষা

**নতুন দিল্লি, ১ ডিসেম্বর, ২০২৫**

২০১১ – র জনগণনা (অফিস অফ দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেনসাস কমিশনার, ইন্ডিয়া)অনুযায়ী দেশে মোট ১২১ টি ভাষার প্রচলন আছে। এর মধ্যে অনেকগুলি ভাষারই নিজস্ব লিপি আছে, অন্যগুলি লিখিত হয় আঞ্চলিক লিপিতে বা অন্য ভাষার লিপিতে।

স্কিম ফর প্রোটেকশন অ্যান্ড প্রিজারভেশন অফ এনডেঞ্জারড ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ ইন্ডিয়া (এসপিপিইএল)-এর অধীনে মাইসুরুর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস (সিআইআইএল)- এর মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রক ১০ হাজারের কম সংখ্যক মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত বিপন্ন শ্রেণির মাতৃভাষা বা ভাষার রক্ষা, সংরক্ষণ এবং নথিবদ্ধকরণ নিয়ে কাজ করে। এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে ১১৭ টি বিপন্ন ভাষা বা মাতৃভাষাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সমীক্ষা এবং নথিবদ্ধকরণের জন্য। সাহিত্য অ্যাকাডেমির মাধ্যমে সংস্কৃতি মন্ত্রক ২৪ টি স্বীকৃত ভাষা এবং অনেকগুলি জনজাতি এবং অস্বীকৃত ভাষা নিয়ে সাহিত্য

এরপর ৩ পাতায়

# ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'তে CBI তদন্তের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের



**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দেশজুড়ে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'র নামে সাইবার প্রতারণা বাড়ছে। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট। চক্রান্ত রুখতে এবার মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল শীর্ষ আদালত। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের শেষ থেকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের নাম করে প্রতারণা বেশি করে সামনে আসছে। সিবিআই, ইডি কিংবা অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম করে ফোন করার পর ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। সাইবার প্রতারণার থেকে বাঁচতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সচেতনতা মূলক প্রচারও করা হচ্ছে। তারপরও দেশের বিভিন্ন কোণা থেকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার হওয়ার খবর আসতেই থাকছে।তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি' সম্পর্কিত সমস্ত মামলা তদন্তে রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সম্মতি দিতে হবে। পাশাপাশি, তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআইকে পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

আদালতের নির্দেশ, ডিজিটাল গ্রেপ্তারির মামলায় দেশের শীর্ষ তদন্তকারী সংস্থার তাৎক্ষণিক নজর প্রয়োজন। তাই এই সম্পর্কিত সমস্ত মামলা আমরা সিবিআইয়ের হাতে তুলে

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# বুধে গাজোলে মমতা, মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যে জেলা সফর করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআর নিয় কলকাতার রাজপথে পা মিলিয়েছেন। বনগাঁতেও জনসভা করেছেন। এবার ডিসেম্বরের শুরু থেকেই জেলা সফর করতে চলেছেন তিনি। মালদা ও মুর্শিদাবাদে গিয়েও এসআইআর নিয়ে সোচ্চার হতে পারেন। জানা গেছে, আগামী ৩রা ডিসেম্বর বেলা ১১টায় গাজোল কলেজ ময়দানে দলীয় জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর আগমণের আগে সেজে উঠছে গোটা গাজোল কলেজ ময়দান। জোরকদমে চলছে মঞ্চ তৈরি সহ অন্যান্য কাজকর্ম। আগামী মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে চেপে গাজোল কলেজ ময়দানের সভাস্থলে 'পৌঁছবেন। তাই হেলিকপ্টার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অবতরণের জন্য কলেজ ময়দানে তৈরি হয়েছে হেলিপ্যাড। সেই হেলিপ্যাডেই সোমবার হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা সভাস্থলের নিরাপত্তা সহ সামগ্রিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন।

(২ পাতার পর)

# ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'তে CBI তদন্তের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

দিচ্ছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে অন্যান্য ধরণের প্রতারণার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। ডিজিটাল গ্রেপ্তারির তদন্তে সহায়তার জন্য টেলিকম সংস্থাগুলিকেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সাম্প্রতিক অতীতে একই নামে একাধিক সিম কার্ড বিতরণের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট। সিম কার্ডের অপব্যবহার রোধে টেলিকম সংস্থাগুলি কী পরিকল্পনা করছে, সেই সম্পর্কে তাদের জবাবও তলব করেছে শীর্ষ আদালত। সম্প্রতি সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার এই মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল শীর্ষ আদালত।

(২ পাতার পর)

# ভারতীয় ভাষাসমূহের সুরক্ষা

আলোচনা এবং প্রকাশনা করে থাকে পুরস্কার, অনুবাদ এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। মৌখিক এবং জনজাতি সাহিত্যের সংরক্ষণ এবং নথিবদ্ধকরণের জন্য বিশেষ কর্মসূচি এবং কেন্দ্র তৈরি করে মন্ত্রক। যেমন সেন্টার ফর ওরাল অ্যান্ড ট্রাইবাল লিটারেচার এবং স্বল্পজ্ঞাত ভাষাগুলি নিয়ে কাজের জন্য ভাষা সম্মান পুরস্কার দেওয়া হয়। লোকসভায় আজ লিখিত জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

# প্রধানমন্ত্রী ফিট থাকার বিষয়ে আরও বেশি সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে ফিট ইন্ডিয়া সানডেজ অন সাইকেল-এর মতো কর্মসূচিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন

**নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর, ২০২৫**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত-এর ১২৮তম পর্বে বলেছেন, "আমাদের যুবক-যুবতী বন্ধুদের মধ্যে বেশ কিছু প্রতিযোগিতা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফিট ইন্ডিয়া সানডেজ অন সাইকেলের মতো কর্মসূচিতে আরও বেশি বেশি মানুষ অংশ নিচ্ছেন। ফিটনেসের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে এই উদ্যোগগুলি সহায়ক হচ্ছে।"

এই রবিবারই দেশজুড়ে সাইকেল চালানোর এই কর্মসূচির ৫১তম অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। জয়পুর থেকে ২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিকে রৌপ্য পদক জয়ী এবং রাজস্থানের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। তিনি দেশজুড়ে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সচেতনতা গড়ে উঠেছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে খুব কম প্রধানমন্ত্রীই আছেন যাঁরা দেশের নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের জন্য এ ধরনের আহ্বান জানিয়ে থাকেন। শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিভিন্ন সময়ে ফিট ইন্ডিয়ার বিষয়ে কথা বলছেন।" কর্নেল রাঠোর জয়পুরে অমর জওয়ান জ্যোতি থেকে সাইকেলের এই অনুষ্ঠানের ফাঁকে আরও বলেন, "রান্নার তেলের ব্যবহার কমানো থেকে শুরু করে দানাশস্য বা শ্রী অন্ন-এর ব্যবহার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যেসব নাগরিক স্থূলত্বের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা এই সমস্যার

এরপর ৬ পাতায়

# কানপুরে ডিআরডিও-র পরীক্ষাগার প্রতিরক্ষা সামগ্রী এবং স্টোর গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ঘুরে দেখলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫**

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং গতকাল কানপুরস্থিত ডিআরডিও-র পরীক্ষাগার প্রতিরক্ষা সামগ্রী এবং স্টোর গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিএমএসআরডিই) ঘুরে দেখলেন। এই পরীক্ষাগারে অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উদ্ভাবনী যে প্রক্রিয়া চলেছে, তার সার্বিক পর্যালোচনা করেন তিনি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ডিএমএসআরডিই-তে চলতি যাবতীয় প্রকল্প এবং প্রযুক্তি সামগ্রী সম্পর্কে জানানো হয়। সেরামিক্স ম্যাট্রিক্স যৌগিক, স্টেলথ এবং ক্যামোফ্লেজ সামগ্রী, ন্যানো সামগ্রী, কোটিংস, পলিমার ও রাবার, জ্বালানী ও ল্যুব্রিকেন্ট, কারিগরি বস্ত্র এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী প্রভৃতি তাঁকে দেখানো হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পরীক্ষাগারের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন, বিশেষ করে বুলেট নিরোধী জ্যাকেট (লেভেল-৬), ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য ন্যাফথাইল ফুয়েল, ভারতীয় উপকূল রক্ষী জাহাজের জন্য হাইপ্রেসার পলিমারিক মেমব্রেন, সিলিকন কার্বাইট ফাইবার, ফেব্রিক-ভিত্তিক রাসায়নিক, জৈবিক, রেডিও লজিক্যাল ও নিউক্লিয়ার স্যুট প্রভৃতির প্রশংসা করেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনের দিক তাকিয়ে

এরপর ৬ পাতায়

## সম্পাদকীয়

### বাংলায় SIR-কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরা

বাংলায় SIR-কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরা। রাজ্যজুড়ে SIR-র কাজ চালু হয়েছে ৪ নভেম্বর থেকে। এবার এই SIR-র বিরোধিতা করে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। ২০১৪ সালের আগে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন সিএএ-র অধীনে তাঁরা সুরক্ষা পান না বলে দাবি তুলেছেন।SIR- র পদ্ধতি নিয়ে বার বার প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল । তাঁরা বার বার বলে আসছেন, এত তাড়াহুড়ো করে এসআইআরের কাজ করা সম্ভব নয়। এর আগের এসআইআর হয়েছিল ২ বছর ধরে। সেই কাজ ২ মাসে করা কখনও সম্ভব নয়। পাশাপাশি কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তারপরেও বাংলা সহ ১২ রাজ্যে চলছে এসআইআর-র কাজ। কিন্তু এটার বিরুদ্ধেই এবার সোচ্চার হয়েছেন হিন্দু, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরাও। ০১৪ সালের আগে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন সিএএ-র অধীনে তাঁরা সুরক্ষা পান না বলে দাবি তুলেছেন।এই ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নোটিশ জারি করেছে। জৈন, বৌদ্ধ বলে বিভেদ করা যায়না। মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চের।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন । তার আগেই চলছে ভোটার তালিকা ঝারাই বাছাই করার কাজ। আগে বলা হয়েছিল, ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে চলবে এসআইআর-র কাজ। রবিবার সেই সময়সীমা ৭দিন বাড়ানো হয়েছে। জমা করার শেষদিন ১১ ডিসেম্বর। এবার এই এসআইআর-র বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে গিয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরা।

## বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেইশতম পর্ব)

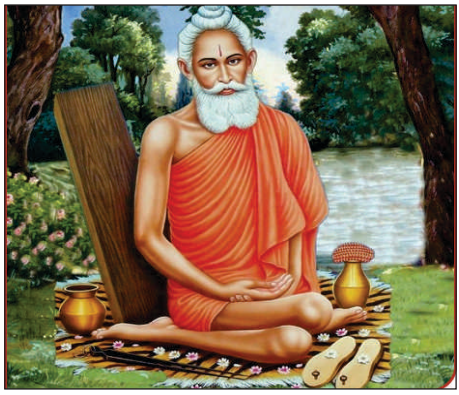

এসে বারদী থেকে যান। হরিহরণের গুরুভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে; বাবা লোকনাথ নিজের ব্যবহৃত পাদুকা দান করেন। তিনি কাশীতে বাবা লোকনাথের নামে মন্দির প্রতিষ্টা করেন।সোনারগাঁর গোবিন্দপুর নিবাসী অখিলচন্দ্র সেন; উচ্ছৃখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত এক জমিদার পুত্র। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কেন নিঃস্ব এক শ্মশানে

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

## পিএমজেইউজিএ-র অধীনে হোম স্টে স্থাপন

**নতুন দিল্লি, ১ ডিসেম্বর, ২০২৫**

স্বদেশ দর্শন কর্মসূচির উপকর্মসূচি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান (পিএমজেইউজিএ)-এর অধীনে পর্যটন মন্ত্রক জনজাতি হোম স্টে এবং গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজনে উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজে অর্থ সাহায্য করে থাকে।

এই কর্মসূচির লক্ষ্য, জনজাতি এলাকায় হোমস্টে তৈরি করা। দায়িত্বশীল পর্যটনের প্রসারে এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের জীবিকার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করতে।

এই কর্মসূচিতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজনে, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় প্রতিটি বাড়িতে ২ টি নতুন ঘর তৈরির জন্য এবং ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় প্রতিটি বাড়িতে বর্তমানে থাকা ঘরের সংস্কারের জন্য। এই কর্মসূচিতে ১৭.৫২ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোনও টাকা দেওয়া হয়নি। লোকসভায় আজ লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

তাহার (sic) মুখ চারিটি এবং হাত চতুর্বিংশতি। তিনি আলীঢ় আসনে অনঙ্গ এবং রুদ্রদেবতার শয়ান দেহের উপরে নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং চারিটি মুখে বারটি চক্ষু থাকে।

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# মন কি বাতের ১২৮ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**(দ্বিতীয় পর্ব)**

tracking এর মত সুবিধা গুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন এই মধু branded পণ্য হিসাবে গ্রাম থেকে শহরে শহরে পৌঁছচ্ছে। এই প্রচেষ্টার লাভ আড়াই হাজারের ও বেশি কৃষকেরা পাচ্ছেন।

বন্ধুরা, কর্ণাটকেরই টুমকুর জেলায় 'শিবগঙ্গা কালংজিয়া' নামক সংস্থা টির প্রচেষ্টাও খুব প্রশংসনীয়। এনাদের মাধ্যমে এখানে প্রত্যেক সদস্য কে প্রাথমিক ভাবে দুটি মৌমাছি বাক্স দেওয়া হয়। এইভাবে এই সংস্থা টি অনেক কৃষক কে নিজেদের এই প্রচেষ্টায় সংযুক্ত করে নিয়েছেন। এখন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কৃষকেরা সম্মিলিত ভাবে মধু উৎপাদনের কাজ করেন, চমৎকার প্যাকেজিং করেন এবং স্থানীয় বাজারে পৌঁছে দেন।এর থেকে ওঁরা লক্ষ লক্ষ টাকাও আয় করছেন। এইরকমই আরো একটি উদাহরণ নাগালান্ডের cliff-honey hunting. Nagaland এর চোকলাংগন গ্রামে খিয়ামনি-ইয়াঙ্গন জনজাতি শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে মধু উৎপাদনের কাজ করে যাচ্ছে। এখানে মৌমাছি গাছে নয়, বরং উঁচু পাথরের ওপর নিজেদের বাসা বানায়। এইজন্য মধু সংগ্রহের কাজও খুব বিপজ্জনক। এইজন্য স্থানীয়রা প্রথমে খুব আন্তরিক ভাবে মৌমাছিদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের অনুমতি নেয়। তাদের বলে যে, আজ তারা মধু নিতে এসেছে, তারপর মধু নেয়।

বন্ধুরা, আজ ভারত মধু উৎপাদনে নতুন রেকর্ড তৈরী করছে। এগারো বছর আগে দেশে মধুর উৎপাদন ৭৬ হাজার মেট্রিক টন ছিল। এখন সেটা বেড়ে দেড় লাখ মেট্রিক টনের ও বেশি হয়ে গেছে। বিগত কিছু বছরে মধুর রপ্তানিও তিনগুনের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। Honey Mission যোজনা অনুযায়ী খাদি গ্রামোদ্যোগ ও সওয়া দু লাখের ও বেশি মৌমাছি বাক্স লোকেদের মধ্যে বিতরণ করেছে। এর ফলে হাজার হাজার মানুষ জীবিকার নতুন সুযোগ পেয়েছে। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মধুর মিষ্টতাও ছড়িয়ে পড়েছে, আর এই মিষ্টত্ব কৃষকদের আয় ও বাড়াচ্ছে। আমার প্রিয় দেশবাসী, হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল, আমরা সবাই জানি। কিন্তু যুদ্ধের এই অনুভুতি কে এখন আপনারা ওখানকার 'মহাভারত অনুভব কেন্দ্রে' গিয়ে অনুভব করতে পারেন। এই অনুভব কেন্দ্রে, মহাভারতের গাথা কে 3D, Light & Sound Show এবং digital technique এর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। ২৫শে নভেম্বরে যখন আমি কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলাম, তখন এই 'অনুভব কেন্দ্রের ' অনুভব আমাকে আনন্দে ভরপুর করে তুলেছিল।

বন্ধুরা, কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্ম সরোবরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে সামিল হওয়া ও আমার কাছে বিশেষ একটি ক্ষণ ছিল। আমি খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম এটা দেখে যে কিভাবে সমগ্র বিশ্বের লোক দিব্য গ্রন্থ গীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। এই মহোৎসবে ইউরোপ এবং সেন্ট্রাল এশিয়া সহ বিশ্বের বহু দেশের লোকেরা অংশগ্রহণ করেন।

এই মাসের শুরুর দিকে সৌদি আরবে প্রথম বার কোন সার্বজনিক মঞ্চে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়। ইউরোপের লাটাভিয়াতেও এক স্মরণীয় গীতা মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এই মহোৎসবে লাটাভিয়া, এস্টোনিয়া, লিথুআনিয়া ও আলজীরিয়ার শিল্পীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন।

বন্ধুরা, ভারতের মহান সংস্কৃতিতে শান্তি এবং করুণার ভাব সর্বোপরি। আপনারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা কল্পনা করুন, যখন চারিদিকে ভয়াবহ বিনাশলীলার বিভীষিকা ছিল, এইরকম কঠিন সময়ে গুজরাতের নওয়ানগরের জাম সাহেব, মহারাজা দিগ্বিজয় সিংহজী যে অতুলনীয় কাজ করেছেন, তা আজও আমাদের প্রেরণা যোগায়। সেই সময় জাম সাহেব কোন সামরিক জোট বা যুদ্ধের রণনীতি নিয়ে ভাবছিলেন না। বরং তাঁর ভাবনা এটা ছিল যে কী করে বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে পোল্যান্ডের ইহুদি বাচ্চারা রক্ষা পায়। উনি গুজরাতে সেই সময়ে হাজার হাজার শিশুকে আশ্রয় দিয়ে তাদের নতুন জীবন দেন, যা আজও উদাহরণ হয়ে আছে।

কিছু দিন আগে দক্ষিণ ইসরায়েলের মোশাব নেবাতিমে জাম সাহেবের প্রতিমার উন্মোচন করা হয়। এটি একটি বিশেষ সম্মান ছিল। গত বছর পোল্যান্ডের ওয়ারশ্-তে আমি জাম সাহেবের স্মারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আমার কাছে সেই মুহূর্তটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, কিছুদিন আগেই আমি ন্যাচারাল ফার্মিং বিষয়ে একটি বিরাট সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে কোয়েম্বাটুর গিয়েছিলাম। দক্ষিণ ভারতে

**ক্রমশঃ**


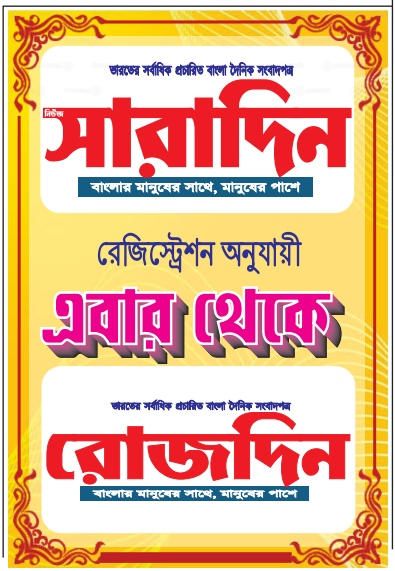


পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

# পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ নিয়োগ পরীক্ষার র‍্যাকেট ধানবাদেও

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগের পরীক্ষা ঘিরে তৈরি হয়েছে একাধিক বিতর্ক। কোথাও টাকার বিনিময়ে রাজ্য পুলিশে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা, আবার কোথাও ভুয়ো পরীক্ষার আয়োজনের খবর সামনে এসেছে। এর মধ্যেই বড়সড় চক্রের হদিশ পেল পুলিশ। আর সেই জাল ছড়িয়ে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদেও।অন্যদিকে ধানবাদ এসপি বলেন, "ধৃতরা গত কয়েকদিন ধরে ঝরিয়াতে একটি লজে থাকছিল। পরীক্ষার্থীদের একটি জায়গায় জড়ো করে তাদের অ্যাডমিট কার্ড এবং মোবাইল ফোন আগেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল।" পুলিশ আধিকারিকের কথায়, "পুলিশ প্রায় ২৭২ জন প্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড, ৬৭টি মোবাইল ফোন এবং কিছু রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করে। পুরো ঘটনায় তদন্ত করা হচ্ছে।" অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কনস্টেবলের ওই পরীক্ষা ভুয়ো ছিল নাকি, আসল প্রশ্নপত্র এনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখতে রাজ্য পুলিশের একটি টিম ধানবাদ পৌঁছে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।সেখানের একটি হোটেল বসে প্রশ্নপত্র এবং উত্তর সাজিয়ে পরীক্ষায় কারচুপি চালানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনায় ওই হোটেল মালিক-সহ মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি টিমও ঝাড়খণ্ড পৌঁছে গিয়েছে। এই র‍্যাকেটের সঙ্গে কারা কারা যুক্ত, কতদিন ধরে এই চক্র সক্রিয় সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার ছিল পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগের (W B Police Recruitment Scam) পরীক্ষা। একদিকে যখন পরীক্ষা চলছিল, সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝরিয়ার লজে বিশেষ অভিযান চালায় সে রাজ্যের পুলিশ। হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় ১৭ জনকে। ঘর থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ অ্যাডমিট কার্ড, প্রশ্ন-উত্তরের নোট, রেজিস্টার, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ঘড়ি, বিভিন্ন এডুকেশন সার্টিফিকেট। এছাড়াও বেশ কয়েকটি পরিচয়পত্র, ব্যাংক সংক্রান্ত নথি-সহ অসংখ্য কাগজপত্রও উদ্ধার করা হয় ধৃতদের কাছ থেকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে যেমন, নদিয়া, বীরভূম, রানাঘাট, চাকদাহ, হাসখালি থেকে একাধিক পরীক্ষার্থীকে এনে লজে রেখেছিল। পরীক্ষার আগেই তাঁদের উত্তরপত্র তৈরি করানো হয়েছিল বলে দাবি পুলিশের। এজন্য পরীক্ষার্থী পিছু ২ থেকে ৫ লক্ষ টাকার চুক্তি করা হয়েছিল বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

ইতিমধ্যে ওই লজের রেজিস্টার খতিয়ে দেখেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তা খতিয়ে দেখে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পারেন, ওই লজে ১০০-রও বেশি পরীক্ষার্থীর নাম নথিভুক্ত করে রাখা হয়েছিল। এরপরেই লজের মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মোট ১৭ জনের মধ্যে ১৬ জনই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। একজন ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের বাসিন্দা। ধানবাদ সিটি এসপি ঋত্বিক শ্রীবাস্তব বলেন, "ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। সে রাজ্যের আধিকারিকরা এসে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে।"

(৩ পাতার পর)

## প্রধানমন্ত্রী ফিট থাকার বিষয়ে আরও বেশি সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে ফিট ইন্ডিয়া সানডেজ অন সাইকেল-এর মতো কর্মসূচিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন

থেকে রেহাই পাবেন। প্রধানমন্ত্রী ফিট থাকার জন্য যোগাভ্যাস, সাইকেল চালানো, দৌড়নো অথবা নানাভাবে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। রবিবার সাইকেল চালানোর দেশজুড়ে এই আন্দোলন তার এক উদাহরণ। আজ জয়পুরে এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১ হাজারটি শিশু অংশগ্রহণ করেছে।"

ফিট ইন্ডিয়া সানডেজ অন সাইকেল-এর ৩০ নভেম্বরের কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজ্যের সাংবাদিকরাও নিজ নিজ এলাকায় অংশ নিয়েছেন। রাজস্থানে খেলো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে জয়পুরে সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে ফিট ইন্ডিয়া জোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে সুস্থ থাকার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে।

স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাই সানডেজ অন সাইকেল-কে জনপ্রিয় করতে আসামের কোকরাঝাড়, পাঞ্জাবের জগৎপুর ও বাদল, মণিপুরের উতলৌ, লাদাখের কার্গিল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভদ্রক, ঝাড়সুগুড়া, ঢেঙ্কানল সহ বেশ কিছু খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারেও এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতি রবিবার দেশের ২৩টি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্রে সাই সাইকেল চালানোর এই কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

(৩ পাতার পর)

## কানপুরে ডিআরডিও-র পরীক্ষাগার প্রতিরক্ষা সামগ্রী এবং স্টোর গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ঘুরে দেখলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জরুরি।

সরকারের আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণের দিকে তাকিয়ে বিগত দু'বছর ধরে ডিএমএসআরডিই যে বিপুল পরিমাণ প্রযুক্তি হস্তান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রতিরক্ষা পণ্য ও সামগ্রীকে আরও বেশি উৎকর্ষ করে তুলতে বিশেষজ্ঞদের মতামত খতিয়ে দেখারও পরামর্শ দেন তিনি। লক্ষ্ণৌয়ে ডিটিডিসি'তে এমএসএমই এবং শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে আলোচনার প্রতিপাদ্যকে শিল্পের বর্ধিত প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগাতেও বলেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পরীক্ষাগারের উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রের চিন্তাদর্শের সমন্বয়ে যে জোর দিয়েছেন, তার বাস্তবায়নে পরামর্শ দেন।

এরপর, শ্রী রাজনাথ সিং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে স্বাগত জানান, প্রতিরক্ষা দপ্তর (গবেষণা ও উন্নয়ন) এবং ডিআরডিও-র সচিব ডঃ সমীর ভি কামাত।

# সিনেমার খবর

## ১৬ বছরেও রাজের ভালোবাসায় অটুট শিল্পা, বিবাহবার্ষিকীতে আবেগঘন বার্তা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বিবাহিত জীবনের ১৬ বছরে নানা ঝড়ঝাপটা সামলেও একে অপরের হাত ছাড়েননি শিল্পা শেট্টি ও রাজ কুন্দ্রা। পর্নোকাণ্ডে অভিযুক্ত হওয়া থেকে শুরু করে আর্থিক জালিয়াতি—স্বামী রাজের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠলেও কোনোদিন তার পাশ ছাড়েননি শিল্পা। বরং বিবাহবার্ষিকীর উপলক্ষে স্বামীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি বিশেষ ভিডিও পোস্ট করে আরও একবার জানিয়ে দিলেন, এখনও যেমন তিনি রাজের ভালোবাসায় মুগ্ধ, তেমনই অনুরক্ত হয়ে আছেন আজও।

ভিডিওটির ক্যাপশনে শিল্পা লিখেছেন- আমাদের বিয়ের ১৬ বছর। এখনও ভালোবাসায় ডুবে রয়েছি। প্রতিদিন একে অপরের প্রেমে পড়ছি। সারা জীবন আমরা এভাবেই একে অপরের সঙ্গে কাটাব। শুভ বিবাহবার্ষিকী।

পোস্ট করা ভিডিওতে ধরা পড়েছে দম্পতির খুনসুঁটি, মজা আর একসঙ্গে পথ চলার মুহূর্তগুলো। জীবনে যত ভালো-মন্দ পরিস্থিতিই আসুক, দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব সামলে নিয়েছেন। সন্তানদেরও আগলে রেখেছেন বিপদ-আপদ থেকে, আর দুই সন্তানকে বড় করার দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছেন তারা। এভাবেই ১৬ বছরের দাম্পত্য জীবনে নিজেদের সুখী সংসারের গল্প রচনা করেছেন শিল্পা ও রাজ।

শিল্পার এই পোস্টে বহু বলিউড তারকা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বোন শমিতা লিখেছেন- লাভবার্ডদের বিবাহবার্ষিকীর অনেক শুভেচ্ছা। সারা জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ঘিরে থাকুক তোমাদের।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে রাজ কুন্দ্রার সঙ্গে বিয়ে হয় শিল্পা শেট্টির। ২০১২ সালে তাদের প্রথম সন্তান ভিয়ান জন্ম নেয়। এরপর ২০২০ সালে সারোগেসির মাধ্যমে দ্বিতীয় সন্তান আসে তাদের জীবনে। দুই সন্তানকে নিয়ে আজও রাজকে কেন্দ্র করে সাজানো তাদের সুখী দাম্পত্য, যার সাক্ষী রইল শিল্পার নতুন পোস্ট।

## রুক্মিণীকে ছাড়া 'দ্রৌপদী' হবেই না, দাবি পরিচালকের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ঘটনা ২০২৩ সাল। টালিউড পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়ের 'নটী বিনোদিনী'র শুটিং তখনো শেষ হয়নি। আচমকা গুঞ্জন ওঠে— তার দ্বিতীয় সিনেমা মহাভারতের 'দ্রৌপদী' নিয়ে। নায়িকা আরও একবার রুক্মিণী মৈত্র!

কিন্তু ২০২৫ সালের শেষ, দুই বছর পেরিয়ে পরিচালকের দ্বিতীয় বাংলা ছবি 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' শুক্রবার (২২ নভেম্বর) মুক্তি পেল। অথচ 'দ্রৌপদী' সিনেমা নিয়ে কোনো টুঁ শব্দ নেই পরিচালকের। কেন? এ সিনেমাটি কি পরিচালক নির্মাণ করবেন না? দ্বিতীয় সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনে একটি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন নির্মাতা রামকমল মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক বলেন, 'নটী বিনোদিনী'র মতো 'দ্রৌপদী'ও তার স্বপ্নের প্রজেক্ট। নির্মাণ করব না এমনটি নয়। চিত্রনাট্যও তৈরি। কিন্তু নির্মাণের আগে অনেক কিছু ভাবতে হয়।

তিনি বলেন, সিনেমার বাজেট অনেক বড়। কারণ মহাভারতের অনেক চরিত্রকেই এখানে দেখা যাবে। তাদের পোশাক, সেট তৈরি, আউটডোর শুটিংসহ সবটাই অনেক বড় খরচসাপেক্ষ। এত টাকা দিয়ে সিনেমা নির্মাণ হবে বলেই সিনেমার বাণিজ্যিক দিকটি আগাম ভাবতে হচ্ছে।

পরিচালক বলেন, সিনেমা কেমন চলবে সেটিও ভাবতে হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে। কারণ আমায় তো প্রযোজকের টাকা ফেরত দিতে হবে।

এ সিনেমার যৌথ প্রযোজক হিসাবে নাম উঠে এসেছিল দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স এবং প্রমোদ ফিল্মসের নাম। দেব সেই সিনেমা প্রযোজক এবং এর পাশাপাশি অভিনয়ও করবেন তিনি। সেই সিদ্ধান্ত মতাবেক রুক্মিণীই নিশ্চয়ই দ্রৌপদী হবেন? রামকমল বলেন, একেবারেই তা-ই। বাংলায় 'দ্রৌপদী' বানালে রুক্মিণীই নায়িকা।

দেব-রুক্মিণী ছাড়াও এ সিনেমায় আরও কিছু অভিনেতার নাম একই সঙ্গে প্রকাশ্যে আসে। যেমন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, রুদ্রনীল ঘোষ, জিৎসহ অনেকেই। যদিও পরিচালক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম প্রকাশে নারাজ।

উল্লেখ্য, পদ্মভূষণজয়ী ওড়িয়া লেখিকা প্রতিভা রায়ের 'যাজ্ঞসেনী' অবলম্বনে 'দ্রৌপদী' সিনেমাটি তৈরি হবে। শুটিং হতে পারে মহারাষ্ট্র ও হায়দরাবাদে।

## নতুন সিনেমার শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে যা বললেন কারিনা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

খ্যাতনামা কাপুর পরিবারকে নিয়ে দর্শকের আগ্রহের অন্ত নেই। এ মুহূর্তে তাদের চতুর্থ প্রজন্ম অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত। তাদের মধ্যে অন্যতম নাম হলো— বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান ও অভিনেতা রণবীর কাপুর। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরস'। এ অনুষ্ঠানের প্রথম ঝলকেই জানা যায়, কাকিমা নীতু কাপুর নাকি বড্ড বকাবকি করেন কারিনা কাপুরকে।

রাজ কাপুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে 'ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরস'। কাপুর পরিবারকে নিয়ে নির্মিত এই তথ্যচিত্র মুক্তি পেয়েছে প্রথম সারির ওটিটি মঞ্চে। যেখানে মূলত কাপুর পরিবারের লোকজনদের খাবারের প্রতি ভালোবাসার কথা উঠে এসেছে। খাবার টেবিলে সপরিবারে বসে তাদের পরিবারের নানা স্মৃতি রোমন্থন করতে দেখা গেছে সবাইকে।

তথ্যচিত্রে বর্তমান প্রজন্ম ছাড়াও রয়েছেন ঋষি কাপুরের স্ত্রী নীতু কাপুর, রণবীরের পিসি রিমা কাপুর ও ঋতু নন্দা। এমনিতেই গোটা কাপুর পরিবার ভোজনরসিক। কারিনা নিজে বহুবার জানিয়েছেন, তিন-চার দিন অন্তর তার পরোটা চাই-ই চাই। এমনকি রণবীর কাপুর নাকি একসঙ্গে অনেকটা খাবার খেতে পারেন। যদিও নতুন সিনেমার কাজ থাকলে সেটি সম্ভব হয় না।

কারিনা এই তথ্যচিত্রে জানান, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একের পর এক খাবার খেয়ে যেতেন তিনি। সেই সময় ওজনও বেড়ে যায় তার অনেকটা। অভিনেত্রী বলেন, একদিন আমি ভাপা মাছ খাচ্ছি। তার সঙ্গে ছিল আরও অনেক ধরনের খাবার। আমাকে দেখামাত্র নীতু কাকিমা বকা দেন— একদম খাবে না। এত খাচ্ছ কেন? কাকিমার এমন শাসন যদিও কানে তোলেননি কারিনা কাপুর। তিনি বলেন, আমি এখন অন্তঃসত্ত্বা, তাই সব খেতেই পারি।

# বিরাট কোহলির পা ছুঁয়ে কারাগারে যুবক, বাড়িতে বাড়ছে উৎকণ্ঠা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কথায় বলে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ রুপির স্বপ্ন দেখতে নেই। আর সেই কান্ডটাই বাঁধিয়ে ফেলেছে বিশ বছরের এক যুবক। ভারতীয় ক্রিকেটের মহাতারকা বিরাট কোহলির পাঁ ছুঁয়ে রীতিমত শোরগোল ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অরামবাগের যুবক সৌভিক মুর্মু। এর পরিণাম হিসেবে বড় মূল্যও চোকাতে হয়েছে তাকে। খেলার মাঠে কোহলির পা ছুঁয়ে এখন কারাগারে আরামবাগের মধুরপুরের ওই আদিবাসী কলেজ শিক্ষার্থী। কিন্তু তাতে কি! ক্রিকেট ঈশ্বরের জন্য নিজের সেই লালিত স্বপ্ন দেখার স্পর্ধা দেখিয়েছে সৌভিক মুর্মু।

রবিবার ভারতের ঝাড়খণ্ডের রাঁচি স্টেডিয়ামে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলছিল। ২২ গজের ক্রিজে তখন দাপটের সঙ্গে ব্যাট করছে বিরাট। শতরানের গণ্ডি পেরিয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে ব্যাট তুলতেই ছন্দপতন। সেই সময় নিরাপত্তা বেষ্টনী পেরিয়ে এক দৌঁড়ে বিরাট কোহলির পা ছুঁয়ে শুয়ে পড়ে এক যুবক। সমস্ত ক্যামেরার ফোকাশ তখন সেদিকেই। ততক্ষণে নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ধরে ফেলেছেন। যদিও যুবকের মুখে স্বপ্নপূরণের অভিব্যক্তি। তবে স্বপ্নপূরণ হলেও বর্তমানে তার ঠাঁই কারাগারে।

পুলিশের পক্ষ থেকে সৌভিকের বাড়িতে ফোন আসে তার বাবা সমর মুর্মুর কাছে। এর পরই তার পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পারেন। আর তাতেই সৌভিকের বাড়িতে বাড়ছে উৎকণ্ঠা। নাওয়া খাওয়া ভুলে ছেলে কখন বাড়িতে ফিরবে সে অপেক্ষায় দিন গুনছে পরিবারের সদস্যরা।

ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে খেলা দেখতে যাওয়ার আগে সৌভিক বাড়িতে বলেছিল তার জীবনের 'ভগবান' বিরাট কোহলি। তার স্বপ্ন সে একবার কোহলির পা ছুঁয়ে আসবে। গতকাল নিজের সেই স্বপ্ন পূরণ করতেই কোহলির সেঞ্চুরির পর মাঠে নেমে পড়েন সৌভিক। তবে সে যে কাজ করেছে তা আইন বিরোধী। তাই তার এখন ঠাঁই হয়েছে রাঁচির কারাগারে।

ছোটবেলা থেকেই ২০ বছর বয়সী সৌভিকের রোল মডেল ভারতীয় ক্রিকেটের দুই সুপারস্টার বিরাট কোহলি ও মহেন্দ্র সিং ধোনি। সুযোগ পেলেই ভারতের খেলা দেখতে বেরিয়ে পরে সে। গত বছরই ধোনির জন্য আইপিএল খেলা দেখতে সাইকেল চালিয়ে হুগলি থেকে চেন্নাই গিয়েছিল সৌভিক।

এই বিষয়ে সোমবার সৌভিকের বাবা সরেন মুর্মু বলেন, 'জানি ছেলে আইনভঙ্গ করেছে। কিন্তু গর্বও হচ্ছে যে সে বিরাটকে ছুঁতে পেরেছে। ছোট থেকেই বলত পড়াশোনা ছাড়তে হয় ছাড়বে, তবু বিরাটকে একবার কাছ থেকে ছোঁবে। এর আগে একবার বিরাটের বাড়ির কাছেও চলে গিয়েছিল। সেবার দেখা পায়নি। তাই পুলিশ ছেলেকে যে শাস্তি দেবে তা মেনেই নেবেন তিনি। সৌভিকের কীর্তিতে হতবাক পাড়াপড়শিরাও।

সৌভিকের বাবা আরও জানান, রবিবার তার কাছে ফোন আসে রাঁচি পুলিসের কাছ থেকে। তারা জানায় তার ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সৌভিকের মা মঙ্গলি সরেন মুর্মু বলেন, ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য উৎকণ্ঠায় রয়েছি, কিন্তু কি ভাবে ছেলে বাড়ি আসবে তা জানা নেই। ছেলে যে এই ধরনের কাজ করবে সেটা আগে থেকে জানলে ছেলেকে যেতে দিতেন না বলেও জানায় মা।

# হার্দিক কি মাহিকার সঙ্গে বাগদান সেরেছেন?

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

হার্দিক পান্ডিয়া এবং মডেল মাহিকা শর্মার বাগদানের খবর বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। হার্দিক এবং মাহিকা শর্মার একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে মাহিকাকে আংটি পরা অবস্থায় দেখা গেছে। এই গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুলেছেন মাহিকা। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মাহিকা লিখেছেন, 'আমি দেখছি নেটদুনিয়া আমার বাগদানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কিন্তু আমি কেবল একটা সুন্দর গয়না পরেছি যা আমি প্রতিদিন পরি।'

আসলে, হার্দিক কিছুদিন ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মাহিকার সঙ্গে খোলাখুলি ছবি শেয়ার করছেন। সম্প্রতি ছবি শেয়ার করে তিনি তাদের সম্পর্কের খবরও নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, মাহিকার আগে হার্দিক পান্ডিয়া নাতাশাকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের একটি ছেলে রয়েছে। তারা প্রথমে ২০২০ সালের মে মাসে বিয়ে করেন। এরপর ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় বিয়ে করেন। তবে ২০২৪ সালে তারা বিচ্ছেদের ঘোষণা করেন।

দুই জনেই এক বিবৃতিতে লিখেছেন, চার বছর একসঙ্গে থাকার পর, নাতাশা এবং আমি পারস্পরিক ভাবে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়েছি এবং আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এটা একটা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। অগস্ত্য আমাদের জন্য একটা আশীর্বাদ এবং ও সর্বদা আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। আমরা একসঙ্গে অগস্ত্যকে বড় করব।

# রোহিত শর্মা ভেঙে দিলেন আফ্রিদির যে রেকর্ড

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

রাঁচির সন্ধ্যায় ক্রিকেট ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় লেখা হলো। বল আকাশে উঠল, স্টেডিয়ামে গর্জন উঠল, আর ভারতের অভিজ্ঞ ওপেনার রোহিত শর্মা লিখে ফেললেন নতুন রেকর্ড। পুরুষদের ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক এখন তিনি। শহীদ আফ্রিদি, ক্রিস গেইল, জয়সূরিয়া—সবাইকে পেছনে ফেলে ক্রিকেট ইতিহাসে একক‌ভাবে দাঁড়ালেন 'হিটম্যান'।

রবিবার (৩০ নভেম্বর) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে তিনটি ছক্কা হাঁকানোর পর রোহিতের ওডিআই ছক্কার সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫২-এ, যা শহীদ আফ্রিদির ৩৫১ ছক্কা রেকর্ডকে পেছনে ফেলেছে। আফ্রিদি যেখানে ৩৬৯ ইনিংসে রেকর্ড করেছিল, সেখানে রোহিতের লাগল মাত্র ২৬৯ ইনিংস।

রাঁচির জেএসসিএ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ঝড়ো অর্ধশতক গড়ার পথে ছক্কার এই রেকর্ডটি নিজের করে নেন ৩৮ বছর বয়সী ওপেনার।

পুরুষ ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ছক্কা:

রোহিত শর্মা (ভারত) – ৩৫২ ছক্কা, ২৬৯ ইনিংস

শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান) – ৩৫১ ছক্কা, ৩৬৯ ইনিংস

ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) – ৩৩১ ছক্কা, ২৯৪ ইনিংস

সনৎ জয়সূরিয়া (শ্রীলঙ্কা) – ২৭০ ছক্কা, ৪৩৩ ইনিংস

এমএস ধোনি (ভারত) – ২২৯ ছক্কা, ২৯৭ ইনিংস

এতে শেষ নয়, সব ফরম্যাট মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিকও রোহিত শর্মা। তার ছক্কার সংখ্যা এখন ৬৪৫। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ক্রিস গেইল (৫৫৩ ছক্কা) এবং শহীদ আফ্রিদি আছে ৪৭৬ ছক্কার সঙ্গে।

রোহিত ইতোমধ্যেই 'হিটম্যান' ডাকনামকে নানাভাবে সার্থক করেছেন। তবে রাঁচিতে ছক্কার এই অর্জন তাকে ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছক্কা মারার অনন্য শিল্পী হিসেবে রোহিত শর্মার নামের সামনে এখন একটি নতুন মুকুট যোগ হলো।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR